ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২২৭৯
আগরতলা, ২ নভেম্বর, ২০১৯

ত্রিপুরা টাইমস শারদ সম্মান-২০১৯
ত্রিপুরার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যময় ঃ রাজ্যপাল

বর্ণময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের এক নং প্রেক্ষাগৃহে ত্রিপুরা টাইমস পত্রিকা আয়োজিত শারদ সম্মান-২০১৯ প্রদান করা হয়। এবছর বড় বাজেটের তিনটি ক্লাবকে, ছোট বাজেটের তিনটি ক্লাবকে, একটি বাসভবনের পূজা কমিটিকে ও ৩ জন প্রতিমা সেলফি গ্রাহককে পুরস্কৃত করা হয়। প্রদীপজ্বেলে এই শারদ সম্মান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে রাজ্যপাল রমেশ বৈস বলেন, আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সারা বছর বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও উৎসব পালন করা হয়। এরমধ্যে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজা অন্যতম। দুর্গা শক্তির দেবী। এ পূজা সকল জাতি-ধর্মের মানুষ মিলে আয়োজন করে থাকেন। এজন্য এ পূজা সার্বজনীন। রাজ্যপাল বলেন, ত্রিপুরার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যময়। রাজ্যপাল রমেশ বৈস উদ্যোক্তাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, ১৯৫৭ সালে ত্রিপুরা টাইমস পত্রিকা চালু করেন রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবি প্রয়াত অপাংশু মোহন লোধ। আজ এই পত্রিকা রাজ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ত্রিপুরা টাইমস পত্রিকা আয়োজিত শারদ সম্মান-২০১৯ এর উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এবছরের দুর্গাপূজা অতীতের সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। শহরের চাইতে গ্রামে বেশী পূজা হয়েছে। সারা রাজ্যে মোট পূজা হয়েছে ২,৫৫৫টি। পূজো হয়েছে শান্তিতে। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ নেই। চাঁদাবাজি, জোরজুলুম ছিল না। মায়ের বিদায় অর্থাৎ শহরের কার্নিভালে মা-বোনেরা আনন্দে মেতে উঠেন। এ দৃশ্য ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসী উপভোগ করেন। যা আগে রাজ্যে কখনো দেখা যায়নি। যারা এবার নতুন পূজা করেছেন তাদের মধ্যে নতুন বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। পূজার আগে যে ১১০০টি ক্লাবের কাছে শান্তির পরিবেশ রক্ষার জন্য আবেদন করা হয়েছিল তা বাস্তবায়িত হয়েছে। এবারের পূজায় গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হয়েছে। যারা দ্বেষ, বিদ্বেষ ও বিভেদ তৈরীর অপচেষ্টা নিয়েছিলেন তারা পিছপা হয়েছেন। এবারের দুর্গাপূজা রাজ্যে নতুন দিশা প্রদর্শণ করেছে। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মুখ্যমন্ত্রী জায়া নিতি দেব।

স্বাগত ভাষণ দেন ত্রিপুরা টাইমস-এর ম্যানেজিং এডিটর অভিসিক্তা লোধ। অনুষ্ঠানে বড় বাজেটের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী তিনটি ক্লাব যথাক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব, নবজাগরণ ক্লাব ও যুব সমাজকে ২০,০০০ টাকা, ১৫,০০০ টাকা, ১০,০০০ টাকার চেক ও ট্রফি দিয়ে সম্মান জানানো হয়। ছোট বাজেটের ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী তিনটি ক্লাব যথাক্রমে তরুণ সংঘ, অরুণ উদয় সংঘ ও কুঞ্জবন সেবক সংঘকে ২০,০০০ টাকা, ১৫,০০০ টাকা ও ১০,০০০ টাকার চেক ও ট্রফি দিয়ে সম্মান জানানো হয়। বাসভবনের পূজা কমিটি গীতাঞ্জলী এপার্টমেন্টকে ১০,০০০ টাকার চেক ও ট্রফি দিয়ে সম্মান জানানো হয়। বেষ্ট সেলফি উইনার্স অনিন্দিতা ভৌমিক, অনুপম সাহা ও তিস্তা নাথকে পুরস্কৃত করা হয়। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এছাড়া কলকাতা থেকে আগত শিল্পী অঙ্কন কুমার শী ও অন্যান্য শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে বহু দর্শকের সমাগম হয়েছিল। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ত্রিপুরা টাইমস-এর সম্পাদক সীমা লোধ।

******